আলমডাঙ্গায় ভূমিহীন মহিলাকে সরকারি জমি থেকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র : সাংবাদিক সম্মেলন

আলমডাঙ্গার ঘোলদাড়ী বাজারের এক অসহায় ভূমিহীন মহিলাকে সরকারি জমি থেকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রের সুবিচার চেয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেছে ভুক্তভূগী পরিবার। শনিবার বিকেলে ঘোলদাড়ি বাজারে এ সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়।

লিখিত বক্তব্যে আইলহাঁস ইউনিয়নের কুঠিপাইকপাড়া গ্রামের ফজলু রহমানের মেয়ে স্বামী পরিত্যক্তা তাসলিমা খাতুন জানান, তিনি আইলহাঁস ইউনিয়ন পরিষদের তালিকাভুক্ত ভূমিহীন। গত ৬ মাস আগে ছয়ঘোরিয়া মৌজার সরকারি ভিপি ১০৬৫-৬৬-৬৭ দাগে ৫৬ শতক জমির মধ্যে ৪ শতক জমির ওপর বসতঘর নির্মাণ করে দুটি মেয়ে নিয়ে বসবাস করছেন।

ওই জমি ভেদামারি গ্রামের মৃত মুন্নাফ গাইনের ছেলে হাবিল, আকবর ও আলী হোসেন জমিটি নিজেদের দাবি করে বিভিন্ন ভাবে জমি থেকে উচ্ছেদের চক্রান্ত করছে। মামলা মকদ্দমা করে হয়রানি করছে। বাড়ির একপাশে রাতের আধারে প্রাচীর নির্মাণ করে অবরুদ্ধ করে রেখেছে।

এছাড়া তার প্রতিবেশী সুয়াত, খাইরুল, আকরম, আব্দুল একরামুলসহ তাদের স্ত্রীরা যাতায়াতের রাস্তা তৈরি করার পাঁয়তারা করছে। এছাড়া আমাকে বিভিন্নভাবে হুমকি ধামকি ও গালিগালাজ করে আসছে।

তিনি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ভূমিহীন অসহায় হিসেবে প্রশাসনের সহযোগিতা ও সুষ্ঠু বিচার কামনা করেছেন।

ঝিনাইদহে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে

ভ্যান চালকের মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মধুহাটি গ্রামের বিদ্যুৎস্পৃষ্টে রমজান আলী
(৪৮) নামের এক ভ্যান চালকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত রমজান আলী ওই গ্রামের জবেদ আলী মন্ডলের ছেলে। মধুহাটি ইউনিয়নের ইউপি সদস্য আশরাফুল ইসলাম জানান, শুক্রবার সকালে রমজান আলী মাঠ থেকে ঘাস কেটে মাথায় নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। পথে বাড়ির পাশে পৌঁছালে পল্লী বিদ্যুতের ঝুলে থাকা তারে বিদ্যুতায়িত হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যায়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মুজিববর্ষে ঝিনাইদহে ৭০৫ গৃহহীন পরিবার ঘর পাচ্ছে

মুজিবর্ষ উপলক্ষে ঝিনাইদহের ৭’শ ৫ টি ভূমি ও গৃহহীন পরিবার পাচ্ছে জমিসহ ঘর। আগামী রোববার দ্বিতীয় পর্যায়ে ১’শ ৮৬ টি ঘর হস্তান্তর করা হবে। শুক্রবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ তথ্য জানান জেলা প্রশাসক মজিবর রহমান।

জেলা প্রশাসক জানান, মুজিববর্ষে একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না প্রধানমন্ত্রীর এ কর্মসূচির অধিন জেলায় মোট ৭’শ ৫ টি ভূমি ও গৃহহীন পরিবারকে সরকারী ঘর বরাদ্ধ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ৪’শ ৭ টি ঘর ভূমি ও গৃহহীনদের মাঝে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং রোববার দ্বিতীয় পর্যায়ে ১’শ ৮৬ টি ঘর হস্তান্তর করা হবে। বাকি ঘরগুলো নির্মাণাধীন রয়েছে।

এ সমস্ত পরিবারের ঘর শিক্ষা স্বাস্থ্য কর্মসংস্থানসহ সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে গ্রোথ সেন্টার ও নিকটবর্তী হাটবাজারের পাশে স্থাপন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ ও খাবার পানির

ব্যবস্থাও রয়েছে বলে জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে জেলা প্রশাসক মজিবর রহমান ছাড়াও, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সেলিম রেজা, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম শাহীন, এনডিসি এরফানুল হক চৌধুরীসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সোহরাভ থেকে সুরভী

নাম তার সুরভী। বয়স ৩৮ বছর। দুই সন্তানের বাবা। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। ছেলে লিজনের বয়স ৯ বছর। ১৫ বছরের মেয়ে সুরাইয়ার কয়েকমাস আগে বিয়ে হয়েছে। এখন সে শ্বশুর বাড়ি সংসার করছে। স্ত্রী সালমা খাতুন স্বামী সুরভীর অসামাজিক কার্যকলাপের কারণে বাড়ি ছেড়েছে।

বলছিলাম অবৈধভাবে তৃতীয় লিঙ্গ (হিজড়া) সাজা সোহরাভ হোসেনের কথা। সোহরাভ হোসেন মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল গ্রামের মৃত আজাদ আলীর ছেলে। সোহরাভ হোসেন থেকে নাম পরিবর্তন করে নাম দিয়েছে সুরভী। হিজড়া সেজে মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে হিজড়াদের কার্যক্রম করে বেড়ান সোহরাভ হোসেন। এনিয়ে হিজড়া সম্প্রদায়ের সদস্যদের সাথে বিরোধ সৃষ্টি হয়।

বিরোধের জেরে হিজড়াদের নেত্রী সীমা হিজড়ার সাথে তার একটি আপোষনামা হয় তিনশ টাকা নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের মাধ্যমে। মিমাংসা নামায় উল্লেখ করা হয়, ৩১/১২/২০২০ ইংরেজি তারিখ থেকে সোহরাভ মেহেরপুর জেলায় কোনরুপ হিজড়ার কার্যক্রম করতে পারবে না। কিন্তু তারপরও সোহরাভ চুক্তি না মেনে হিজড়া কার্যক্রম করে যাচ্ছে।

সরেজমিনে তার বাড়িতে গিয়ে জানা যায়, স্থানীয়দের মধ্যে সোহরাভকে নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কেউ বিষয়টিকে অন্যায়ভাবে দেখছেন। আবার কেউ মেনে নিয়েছেন। তবে সমাজের আর পাঁচটা মানুষের মত সমাজ সংসার না করে সে উল্টো পথে গেলো কেনো এনিয়েও নানা প্রশ্ন রয়েছে।

সোহরাভের মা হাজেরা খাতুন বলেন, ছোটবেলা থেকেই ছেলেটার স্বভাব মেয়েদের মত। ছোটবেলায় থেকেই সে হিজড়াদের সাথে চলাচল করতো। আমরা

অনেক বারণ করেও সে থামেনি। তার এই আচরণের কারণে তার সংসারটাই ভেঙে গেছে।

এ ব্যাপারে সোহরাভ বলেন, আমাকে ছোট বেলা থেকে হিজড়ারা সাথে করে নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে নিয়ে যেত। আমাকে হিজড়ারা বাধ্য করেছে হিজড়া হতে। যে কারণে আমি আর অন্য কোন কাজ করতে পারিনা।

হিজড়া নেতা সীমা হিজড়া বলেন, সোহরাভ পুরুষ মানুষ। তার সংসার আছে। বউ বাচ্চা আছে। সে কেন হিজড়া সেজে হিজড়াদের কাজ করবে। সে হিজড়াদের কাজ করবে না বলে চুক্তিনামাও করেছে। তারপরও সে হিজড়াদের কাজ করছে। তার বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।

কুমারখালির পাহাড়পুরে স্কুলের সীমানায় মাদকের কেনাবেচা ও সেবন! উদ্বীগ্ন অভিভাবকরা

কুষ্টিয়ার কুমারখালিতে এক স্কুলের নৈশ প্রহরীর নেতৃত্বে স্কুল চত্বরে মাদকের রমরমা ব্যবসায়ের অভিযোগ উঠেছে। জানা যায়, কুমারখালি উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের পাহাড়পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সীমানায় প্রতিদিন সন্ধ্যার পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত চলে এ মাদক ব্যবসা ও সেবন। এতে করে এলাকার উঠতি তরুণ ও যুবকেররা এই মাদকের করালগ্রাসে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

স্থানীয়রা অভিযোগ করে বলেন, পাহাড়পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নৈশ প্রহরী সাজ্জাদুর রহমান সজল এলাকার চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী লাল্টুকে সাথে নিয়ে এ মাদকের রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

স্থানীয় সজিব, হাসান, রকি, ফিরোজসহ বিভিন্ন তরুণ ও যুবকেরা মাদকের নেশায় আসক্ত হয়ে বিপথে চলে গেছে। এতে করে এলাকার বাসিন্দারা তাদের কোমলমতি সন্তানদের বিপথ থেকে ফেরাতে হিমশিম খাচ্ছে।

এদিকে স্থানীয় একটি সুত্র জানিয়েছে, বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের কাছে এলাকার বাসিন্দারা এই মাদকের কেনাবেচা বন্ধে অনুরোধ জানিয়েও কোন সুরাহা হয়নি। পাহাড়পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সাইফুল ইসলামের কাছে জানতে চাইলে তিনও জানান, মাদক ব্যবসায়ীরা একটা বড় সিন্ডিকেট।

স্কুল চত্বরে মাদকের কেনাবেচা বন্ধ করার জন্য বলা হলেও তারা বন্ধ না করে আমাকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। মাদকের এই কুফল থেকে ফেরানোর উদ্যোগ নিতে জেলা পুলিশ সুপারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে স্থানীয় সচেতন মহল।

আমঝুপি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে মাস্ক বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচারণা ও মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।

শুক্রবার বিকালে আমঝুপি বাজার এলাকায় সর্বস্তরের পথচারী ও ব্যবসায়ীদের মাঝে মাস্ক বিতরণ করা হয়।

আমঝুপি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আজফারুল হক হিরোক, সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান চমন উপস্থিত থেকে আমঝুপি বাজারে পথচারী এবং ব্যবসায়ীদের মাঝে মাস্ক বিতরণ করেন।

এ সময় অন্যদের মধ্যে সিনিঃ সহ-সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, সহ-সভাপতি আনোয়ার সাদাত খোকন, সহ-সম্পাদক ফয়সাল কবির, সাংগঠনিক সম্পাদক সেলিম রেজা জুয়েল, কোষাধক্ষ্য মোস্তাফিজুর রহমান দোলন, সদস্য অসিত বাবু, হাসানুজ্জামান বিপ্লুসহ সমিতির অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

এসময় জনসাধারণ ও ব্যবসায়ীদের সরকারের নির্দেশনা যথাযথ পালন করতে বিশেষভাবে আহবান করা হয়।

দামুড়হুদা জুড়ানপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিসের এক কর্মচারীর মৃত্যু

দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিসের ঝাড়ুদার মোঃ মোশাররফ করিম (৬৫)। গত বুধবার গভীরাতে আকর্ষিক মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তার দীর্ঘ কর্মজীবনে অত্যন্ত আন্তরিকতা, একাগ্রতা ও আনুগত্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তার মৃত্যুতে উপজেলা রাজস্ব পরিবারের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ ও তার আত্নার মাগফিরাত কামনা করছেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদিপ্ত কুমার সিংহ সহ সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

উল্লেখ্য, জুড়ানপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস এর ঝাড়ুদার মোশাররফ করিম ইউনিয়ন ভূমি অফিস এর একটি পরিত্যক্ত কক্ষে থাকতেন।সকালে উক্ত অফিসের তহশিলদার এসে তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেন। পরে স্থানীয়দের সথে নিয়ে তার মরদেহ বের করা হয়। পরে তার সন্তানদের নিকট হস্তান্তর করা হয়। অপরদিকে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মরহুমের পরিবারকে তাতক্ষনিক ভাবে আর্থিক অনুদান (প্রণোদনা) প্রদান করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান।

মেহেরপুর উজলপুরে রাতের আধাঁরে প্রতিবন্ধীর দোকান পুড়িয়ে

দিয়েছে দূর্বৃত্তরা

মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামে জিয়ারুল নামের এক শারীরিক প্রতিবন্ধীর কাঠের তৈরী মুদি দোকান রাতের আধারে পুড়িয়ে দিয়েছে দূর্বৃত্তরা।

বৃহস্পতিবার রাতে কোন এক সময় দোকান পুড়িয়ে দেয় দূর্বৃত্তরা। জিয়ারুল উজলপুর গ্রামের শাজিপাড়ার মৃত আব্দুল আজিজ এর ছেলে। আগুনে পঞ্চাশ হাজারের অধিক টাকার মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

এবিষয়ে জিয়ারুল বলেন, প্রতিদিনের মত রাত ৮টার দিকে দোকান বন্ধ করে বাড়িতে যায়। রাত ১টার দিকে দেখি দোকানে আগুন জ্বলছে। আগুন নেভানোর কোন সুযোগ হয়নি।

বিগত দিনেও আমার দোকানে দুইবার চুরি হয়েছে। আমি নিঃস্ব হয়ে গেলাম। ঘরে অসুস্থ স্ত্রী আবার আমার এই অবস্থা, আমি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলাম।

মেহেরপুরের কৃষকের ২বিঘা জমির লাউগাছ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

শত্রুতামুলক কৃষকের দুই বিঘা জমির ফলবান লাউগাছ কেটে তছরুপাত করেছে দুর্বৃত্তরা। মেহেরপুর সদরের বর্শিবাড়িয়া গ্রামের গড়গড়ির মাঠে কৃষক হাবিবুর রহমান খোকনের দুই বিঘা জমির লাউগাছ শত্রুতামুলক কে বা কারা কেটে তসরুপাত করেছে।

গত রবিবার রাতের আধারে এই দুই বিঘা জমির লাউ গাছ কেটে তসরুপ করেছে বলে ধারণা করছে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক । তবে কে বা কারা তার এ ক্ষতি করেছে তা অনুমান করতে পারছেন না তিনি।

লাউ চাষী খোকন জানায় বুধবার সকালে আমি লাউ সংগ্রহের জন্য জমিতে

গিয়ে দেখি আমার দুই বিঘা জমির গাছ মরে শুকিয়ে গেছে। জমির ভিতর রেখে গিয়ে দেখি প্রতিটা লাউ গাছের গোড়া থেকে কেটে ফেলা হয়েছে।

দুই বিঘা জমিতে ৩শ গাছ লাগানো হয়েছিল। বাগান থেকে আমি হাজার দশেক টাকার লাউ বিক্রি করেছি। এই বাগান করতে আমার ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে।কিন্তু কে বা কারা আমার ক্ষতি করল আমি বুঝতে পারছিনা। এবছর আমি প্রায়ই ২ লক্ষ টাকার লউ বিক্রি করতাম। কিন্তু তার আগেই আমার সব স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

আলমডাঙ্গায় দোকান ঘর জবরদখল ও হুমকির বিচার চেয়ে সংবাদ সম্মেলন

আলমডাঙ্গা ঘোলদাড়ি বাজারের আব্দুর রহিমের বিরুদ্ধে দোকান ঘর ভাড়া নিয়ে নিজের দাবী করে জবর দখলের অভিযোগ তুলে এক ব্যক্তি সংবাদ সম্মেলন করেছেন ।

বুধবার দুপুরে ঘোলদাড়ি বাজারে জমির মালিক জোড়গাছা গ্রামের ফকির মোহাম্মদ বিশ্বাসের ছেলে তোয়াক্কেল হোসেন লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করে প্রায় ৩৭ বছর আগে তিনি ঘোলদাড়ি বাজারে জমি খরিদ করে ঘর নির্মাণ করে বসবাস করে আসছেন। ওই বিল্ডিংয়ের নিচের ৪ টি দোকান ঘরের মধ্যে পশ্চিম পাশের দোকানটি আইলহাঁস ইউনিয়নের টাকপাড়া গ্রামের মৃত আত্তাব উদ্দিনের ছেলে আব্দুর রহিমের কাছে ভাড়া দেন।দোকান ঘর ভাড়া নেওয়ার পর ২০০৮ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত তাঁকে ভাড়া পরিশোধ করে আসছেন ।

২০১৬ সাল দোকানের পাশে এক খন্ড জমি ক্রয় করার পর থেকে আব্দুর রহিম দোকান ভাড়া দেয়া বন্ধ করে দেয় ।ভাড়া চাইতে গেলে খুব খারাপ আচরণ ও হুমকি ধামকি দিতে থাকে ।এক পর্যায়ে আব্দুর রহিম ওই দোকান ঘর নিজের বলে দাবি করে বসে।

বিভিন্ন সময়ে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ,ও খুন জখমের হুমকি দেয়।

সাংকাদিক সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়েছে গত ১০ জুন’ তোয়াক্কেল হোসেন জমির সিমানা নির্ধারণ করে খুটি পুততে গেলে আব্দুর রহিম,তার ভাই রমজান আলীসহ অজ্ঞাত নামা কয়েকজন সমস্ত খুটি তুলে ফেলে,এবং তাকে মারতে আসে ও খুনের হুমকি দেয়।

তোয়াক্কেল হোসেন তাৎক্ষনিক আলমডাঙ্গা থানার ওসিকে ফোন করলে ওসি আলমগীর কবির ঘোলদাড়ি ফাঁড়ি পুলিশ দিয়ে তাকে উদ্ধার করে তার বাড়ীতে পৌছে দেন। এরপর থেকে আব্দুর রহিম ও তার দলবল অব্যাহত ভাবে তাকে হুমকি ধামকি দিয়ে আসছে। একই সাথে তাকে বিপাকে ফেলতে নানা ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে উল্লেখ করা হয় আব্দুর রহিম ইতোপুর্বে নাশকতার মামলায় জেল খেটে বাড়ীতে এসে আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এমতবস্থায় তোয়াক্কেল হোসেন সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রশাসনের সুদৃষ্টি কামনা সহ তদন্ত পুর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছেন।